অপেক্ষার প্রহর

তানিসা তাবাচ্ছুম

জলছবি প্রকাশন

অপেক্ষার প্রহর

তানিসা তাবাচ্ছুম

জলছবি প্রকাশন

অপেক্ষার প্রহর

তানিসা তাবাচ্ছুম

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, শেখেরটেক, আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
মো ঃ ফজলে এলাহী

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-93262-1-2

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০
অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author

Opekkhar Phohor, Written by **Tanisha Tabassum**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020.
Price Taka 200, US $ 7

উৎসর্গ

মো: ফজলে এলাহী (বাবা)
নাছিমা এলাহী (মা)
তাছনিম তাবাচ্ছুম (বোন)
ও
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভাল কিছুর জন্য আপোষহীন যাত্রা যেন
শেষ না হয়

শুভ কামনায়

[signature]
২১/০২/১৭

PROFESSOR FO[illegible]GIA
ID No-6317
Principal
Viqarunnisa Noon School & College
Dhaka.

সূচিপত্র

দ্বিধা	৯	৩৫	আজ বসন্ত
তুমি আসবে বলে	১০	৩৫	অহংকারী
গগন আর আমি	১০	৩৬	তুমিময়
শুভ জন্মদিন তোমাকে	১১	৩৭	ফুল, পাতা, আকাশ, মাটি
বিশেষ সখি	১২	৩৮	প্রার্থনা
ভালোবাসা	১৩	৩৯	এক যুগের লম্বা দাড়ি
নূপুর	১৩	৪০	স্বাধীন বাঙালির পণ
বিশ্বাসী মেয়ে	১৪	৪১	একুশে ফেব্রুয়ারী
সেই মেয়েটি	১৪	৪১	ছোট্ট কবি
স্বপ্ন কী ?	১৫	৪২	প্রবাস জীবন
রূপবতী নারী	১৫	৪৩	সাহিত্যের সন্ধান
আমি তোমায় ভালোবাসি	১৬	৪৪	ভেজাল মিশ্রিত জাতি
আমি উড়াল দেবো	১৭	৪৫	বাংলা ভাষা ও বাঙালি
আমাদের বাবা	১৮	৪৬	পরিত্যক্ত আলমারী
আমরা দুজন বোন	১৯	৪৭	আজকের বাংলাদেশ
স্বার্থপর সমাজ	২০	৪৮	মেঘরাজ্য
নারী দিবস	২০	৪৯	একশ টাকা
পরিবার	২১	৫০	কোনো এক কালে
স্তব্ধ কণ্ঠ	২১	৫১	মাফ করো
আজকে কালকে	২২	৫২	প্রকৃত সুখ
ছোট্ট সই	২২	৫২	ভিকারুননিসা
প্রাণবন্ত কলি	২৩	৫৩	অপেক্ষার প্রহর
মাহে রমজান	২৩	৫৪	আমার ছন্দ
বন্ধু	২৪	৫৫	ছোট্ট পার্ক
বাস্তবতা	২৪	৫৬	Book
রৌদ্র	২৫	৫৭	Our Mother
তড়িঘড়ি	২৬	৫৭	I'm Going!
কবি	২৭	৫৮	Real Hero
এডিস মশা	২৮	৫৯	I'm Time
সভ্যতার ব্যর্থতা	২৯	৬০	Rinky & Pinky
সেই ঘর	৩০	৬১	I'm Trying
নয়টা	৩১	৬২	I can do it
বৃদ্ধা	৩২	৬৩	Results
আমি তোমায় খুঁজি মাগো!	৩৩	৬৪	Rainbow
নির্জন দুপুর	৩৪		

দ্বিধা

সাদা নাকি কালো
মন্দ নাকি ভালো,
মিথ্যা নাকি সত্য
দ্বিধায় পড়ি নিত্য।

এটা নাকি ওটা
আধা নাকি গোটা,
সস্তা নাকি দামি
দ্বিধায় আছি আমি।

গিটার নাকি দোতারা
তবলা নাকি সেতারা,
নাচে নাকি গানে
দ্বিধা জাগে প্রাণে।

স্বাদু নাকি লোনা
পোনা নাকি টোনা,
ধীরে নাকি জোরে
দ্বিধায় মাথা ঘোরে।

আসল নাকি ফরমালিন
নকল নাকি ভেজালহীন,
কাঁচা নাকি রাধা
জীবন মানেই দ্বিধা।

রচনা-২০১৯

তুমি আসবে বলে

তুমি আসবে বলে,
আনন্দে কাটিয়েছি আমার সকল দুখ।
তুমি আসবে বলে,
প্রতীক্ষায় ছিলাম দেখতে তোমার মুখ।
তুমি আসবে যেদিন,
অপেক্ষাতেই কেটে যায় পুরো রাত।
রাত পোহাতেই তুমি আসলে,
নিয়ে তোমারই মৃত্যুর সংবাদ!

রচনা-২০১৯

গগন আর আমি

তোর প্রখর রৌদ্রে আমি নিজেকে শুকাবো,
তোর তীব্র অশ্রুজলে আমি নিজেকে ভেজাবো।
তোর অন্তহীন হৃদয়ে আমি নিজেকে ছেড়ে দেব,
তোর একটুকু হাসিতে আমি আনন্দটা জেনে নেব।
আমার সপ্নগুলো উড়ন্ত কেটে যাওয়া ঘুড়ি নয়,
তারা শিখেছে সংগ্রাম, পরাজয়ের হাত থেকে ছিনতে জয়।
তোর খোলসা চিত্তে নৃত্তের বেশে আমি পক্ষিস্বরূপ উড়বো,
তোর রহস্যময়ী হৃদয়ে অজানার দেশে ঘুড়িস্বরূপ ঘুরবো।
তোর মাঝে স্বচ্ছতার হাজারো রূপ দেখে আমি জীবনকে জেনেছি,
তোর মাঝে বসন্তকে দেখে আমি হাসতে শিখেছি।
তুই সবার জন্য উন্মুক্ত, কেন এতো উদারতা তোর মাঝে?
ভালো লাগে তোকে উপলব্ধি করতে, সকাল আর সাঁঝে।
তুই পৃথিবীর মতো আমাকেও আপন করে নিস,
তোর আশাভরা হৃদয়ের একটু আশা আমাকে দিস!

রচনা-২০১৭

শুভ জন্মদিন তোমাকে

সকালবেলার দিকে!
বাসায় নেই কেহ
ঘুম ঘুম শান্ত দেহ
আর মুখটা ভীষণ ফিকে!
টেবিলে বসে ভাবছি একা একা,
সকাল ৯ ঘটিকা বাজে,
সবাই কোথায়? কোন কাজে?
কেন দিচ্ছে না কেউ দেখা?
দরজার ছিপিগুলো আস্তে করে খুলে
আমি ভীত হয়ে বসে আছি,
বোধ করি, কেউ আছে কাছাকাছি,
সবাই কি আমায় গেছে ভুলে?
আমি রেগে গেছি রীতিমতো
হাতে টুথপেস্ট আর ব্রাশ,
দাঁতে মেজেছি ঠাশ ঠাশ!
রাগ ঝেরেছি ছিল যতো,
হঠাৎ কারা যেন থমকে দেয় আমাকে!
ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে
একি! আম্মু আব্বু কেক হাতে দরজার আড়ালে
বললো 'শুভ জন্মদিন তোমাকে!'

রচনা-২০১৯

বিশেষ সখি

ফুলের সখি প্রজাপতি
মধুর সখি মউ,
গাছের সখি সজীবতা
বরের সখি বউ।

আমার সখি বিশেষ একজন
বিশেষ যে তার স্থান,
শত শত গুরুর মাঝেও
সবচেয়ে বেশি তার সম্মান।

তার কথা ভাবতে গেলেই
গর্বে ভরে মন,
তিনি হলেন আমার বাবা
আমার সবচেয়ে আপনজন!

রচনা-২০১৮

ভালোবাসা

ভালোবাসা হলো আমার জীবনে
আব্বু-আম্মুর শত অবদানের কারণ,
ভালোবাসা হলো আম্মু-আব্বুর যখন
করে আমায় মন্দ কাজে বারণ।

ভালোবাসা হলো আম্মু যখন
আমায় খাওয়ায় নিজে না খেয়ে,
ভালোবাসা হলো আব্বু যখন
আমায় নিয়ে স্বপ্ন বুনে আশাভরা হৃদয়ে।

ভালোবাসা হলো এমনই অনুভূতি
এমনই অমৃত মধুর টান,
আধুনিকতার মাঝেও যেন
এমন ভালোবাসাগুলো রয়ে যায় চির অম্লান।

রচনা-২০১৮

নূপুর

নূপুর! তুমিকি কেবলমাত্র জড়?
নাকি তোমার বিস্তৃতি তাহার চেয়েও বড়?
তুমি কি কেবলই বৃষ্টির টুপটাপ ধ্বনি?
না! তুমি আরেকটু ভিন্ন আমি জানি,
তুমি কি বৃষ্টিতে মেশা একলা মেয়েটির ভেজা আঁখি?
নাকি, তোমার গল্পটা এখনও কিছুটা বাকি।
হয়তো তুমি শরৎমাঠে খেলার ছলে সেই মেয়েটির হাসি,
নাকি, রাখালটি যার তরে বাজায় মধুর বাঁশি।
আমি জানি তুমি একটু ভিন্ন,
তোমার ধ্বনি তাই একটু অনন্য
তাই তো তুমি আমার পংক্তিমালার সুর,
ইচ্ছে আমার, তোমার ছন্দে যাব বহুদূর।

রচনা-২০১৯

বিশ্বাসী মেয়ে

আমি হতে চাই সেই আদর্শ মেয়ে,
পুরো দুনিয়া আছে যার দিকে চেয়ে।
কঠোরতা ও কোমলতা রয়েছে যার চরিত্রে,
যে বিনয়ী ও সম্মানীয় শত্রু ও মিত্রে।
আমি হতে চাই সেই আদর্শ মেয়ে,
যার সাধনা গেছে আকাশ ছুঁয়ে।
সত্য, সুন্দর ও মিষ্টি যার স্বভাব,
যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দিতে জানে জবাব।
আমি হতে চাই সেই আদর্শ মেয়ে,
যে ছোট্ট ছোট্ট চিরকুট লেখে স্বপ্নীল হৃদয়ে।
যার আছে চিত্তঘেরা একফালি ভালোবাসা,
যে উলের মত ধৈর্য ধরে বোনে হাজার হাজার আশা।
আমি হতে চাই এমনই আদর্শ মেয়ে,
আজীবন যে থাকবে বাবা-মার আদরের হয়ে।

রচনা-২০১৯

সেই মেয়েটি

আজ যে থাকত বিদ্যালয়ের দুয়ারে,
তার কি নির্মম পরিণতি! আহারে!
সেই মেয়েটি হয়তো জ্বলত জ্ঞানের আলোয়,
আজ সে মানুষ দেখলে ঘরের কোণে পালোয়।
সেই মেয়েটির দু'চোখ ছিল উজ্জ্বল স্বপ্নে ভরা,
আজ সেই মেয়েটিই একেবারে দিশেহারা।
বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা মেয়েটিরে করলো সর্বনাস,
আজ সে খেলে না,
ডানাগুলো মেলে না,
করে জীবন্ত লাশের মতো বাস।
কল্পনায়ও ভাবা শক্ত স্বপ্নপোড়া সেই নির্যাতিত মেয়েটিরে
আমরা নারীরা হাতে হাতধরি,
অধিকার নিয়ে লড়াই করি,
যেন কোনো নারীই বদ্ধ থাকে না নীড়ে।

রচনা-২০১৮

স্বপ্ন কি?

স্বপ্ন যদি হয় হিমালয়
তবে আমি করব তাকে জয়।
স্বপ্ন যদি হয় পাতালপুরীর গুপ্তধন,
তবে তা পেতে চেষ্টা করব আজীবন।
স্বপ্ন যদি হয় আমার লেখা পদ্য,
তবে একদিন লোকে বলবে মেয়েটির লেখা ছিল সত্য।
স্বপ্ন হলো আমার পিতার চোখের জ্যোতি,
যার প্রতিটি ঝলক জোগায় দ্বিগুণ গতি।
স্বপ্ন হলো আমার মায়ের হৃদয়ভরা মমতা,
যা দেখলে স্বপ্নেরাও বলে–
পৃথিবী জয়েরও আছে তোমার ক্ষমতা।

রচনা-২০১৬

রূপবতী নারী

একটু ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা
একটু ভিন্ন করে দেখা।
ভিন্ন ওই নয়ন দুটি
যেন খোদা রাখেনি কোনো ত্রুটি।
মায়ার এক গভীর মমত্বে ভেজা,
হৃদয়টাও খুব সরল সোজা।
আমাকে প্রতিটি প্রহরে, নামটা ধরে,
ডাক দেয় অদ্ভুত অনুপ্রেণার সুরে।
মুখটা আমার যখনই মন্দ,
আঁটে সে নানান ফন্দ।
চন্দ্রপ্রভা হয়ে আমায় করে আলোকিত,
সুধাতুল্য মিষ্টতায় আমায় করে সুভাসিত।
নিজে না খেয়ে আমায় বলে 'খা'
সে যে আমার জগতের সবচেয়ে রূপবতী নারী–
আমার মা

রচনা-২০১৮

আমি তোমায় ভালোবাসি

ছোট্ট গল্প আর ছোট্ট একটু হাসি,
ছোট্ট করেই বলব,
'আমি তোমায় ভালোবাসি।'

বড় কিছু স্বপ্ন আর বড় কিছু আশা,
বড় করেই বলব সবার মাঝে
'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা।'

মধ্যে মানুষটা আমি আর আমার সঙ্গী তুমি
তুমি যদি হও গগন আমার
'আমি হব তোমার ভূমি।'

রচনা-২০১৭

আমি উড়াল দেবো

আমি উড়াল দিব অন্তরীক্ষে
উড়ব পরিযায়ীর মতো,
করব পূরণ সবকিছুই
ইচ্ছা আছে যতো।
আমি উড়াল দেবো জগৎ জুড়ে
ঘুরব সকল দেশ,
প্রশমন করবো মানুষের আছে
যত দূঃখ ক্লেশ।
আমি উড়াল দেবো এমন দেশে
যেথায় নেই কোনো দূষণ,
যেথায় সবাই সবার আপন
কেউ কারো উপর করে না শোষণ।
আমি উড়াল দেবো স্বপ্নপুরীতে,
থাকবো নাকো ভয়ে,
পৃথিবীতে যত আছে নির্দয়,
ভালোবাসা ভরব তাদের সকলের হৃদয়ে।
আমি উড়াল দেবো বিশ্ব ভ্রম্মাণ্ডে
নশ্বর ভুবনে বেঁচে রব অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত হয়ে।
আমি দেখিয়ে দিব বিশ্বটাকে
অগ্রযাত্রায় থেমে নেই কোনো মেয়ে।

রচনা-২০১৬

আমাদের বাবা

যোদ্ধার হাতের ঢাল তুমি বাবা, বৃষ্টির মাঝে ছাতা,
তোমার হাসি-আনন্দের মাঝেই আমাদের জীবন গাঁথা।
বাবা, তুমি আছ বলেই আনন্দে আছি আমরা
তুমি আছ বলেই আমরা আছি সুখে,
তুমি সার্থক তবুও আমি ব্যর্থ, পারিনি এখনো তোমার বুকটা গর্বে ভরাতে
হাসি ফোটাতে তোমার মুখে।
বাবা, তুমি আমাদের জীবনের প্রজ্জ্বলিত চেরাগ আমাদের শক্তি
তুমি দিয়ে যাচ্ছ ছায়া ঠিক বট গাছের মতন,
তুমি সার্থক তবুও আমি ব্যর্থ, পারিনি এখনো পৌঁছাতে তোমার স্বপ্নচুড়ায়
যে স্বপ্ন তুমি বুনেছো করে হাজারো যতন।
বাবা, তুমি আমাদের আনন্দ তুমিই আমাদের হাসি,
আল্লাহ তোমায় দীর্ঘায়ু করুক, আমরা তোমায় ভালোবাসি।

রচনা-২০১৮

আমরা দু'জন বোন

আমরা দু'জন বোন
খুবই যে আপন,
মিলেমিশে থাকব আমরা
সারাটি জীবন।

আসুক যত ঝড় আর
আসুক যত বৃষ্টি,
আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো
হবে না ঝগড়া সৃষ্টি।

হাসি-কান্নায় মাতবো মোরা
জীবনের প্রতিটি ক্ষণ,
প্রদীপ হয়ে ছড়িয়ে দিব
সুখের আলোড়ন।

প্রজাপতি করুক যতই রাগ
ফুলই যে তার প্রিয়,
আমার শত দুঃসময়েও
করব না তোকে হেয়।

বায়নায় যে তোর বাধ্য হয়ে
খেলি কত খেলা,
করলে না বায়না,
দিন যে যায় না,
কাটে না আমার বেলা।

দু'জনেই সখী,
দু'জনের আঁখি,
দু'জনেই আমরা বোন।
হেলায় খেলায়,
লেখায় পড়ায়,
দু'জনার আপন
আমরা দু'জন বোন।

রচনা-২০১৩

স্বার্থপর সমাজ

অন্ধকারের আবছায়া আভায় বিষণ্নতা খুব স্পষ্ট,
তাই তো আনন্দস্বরূপ দিন শেষে লাগে ভীষণ কষ্ট।
স্বার্থপর সবাই আমরা প্রতিবাদীর ছদ্মবেশে,
ভুলে যাই অন্যায় আনন্দের ফলেই ভুগি কষ্ট সবশেষে।
সমাজসেবির পোস্টার সেঁটে, যেই জিতে যাই বিপুল ভোটে,
সেই মানবতার চাদর উপড়ে ভেতরের হিংস্রতা ফোটে।
সমাজের হরেক দৃশ্য, অসহায়ীরা কীভাবে নিঃস,
আমরা দেখি না, তবে দেখে পুরো বিশ্ব।
অর্থের বলে উপেক্ষার ছলে, ব্যস্ততা ঘেরা কোলাহলে।
এভাবেই কি স্বার্থপর সমাজ হয়ে আমরা মানবতাকে যাচ্ছি ভুলে?

রচনা-২০১৮

নারী দিবস

আমি মানুষ! আমি এ যুগের নারী!
আমি ধরেছি চুলার খুন্তি আবার ধরেছি তরবরারী!
আমার দেহেও হয় লাল রক্ত প্রবাহিত,
সমাজের শত তুচ্ছ বিচারে কেন হব আমি বঞ্চিত?
আমি কি মুসলিম নারী রোকেয়া হয়ে
শাবলাঘাতে সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভাঙ্গিনি?
নাকি মাদার তেরেসা হয়ে
দুস্থের সেবায় নিজেকে রাঙ্গিনি?
আমি সেই নারী যে মালালা হয়ে
শান্তিতে পেয়েছে নোবেল পুরষ্কার,
আমি সেই জাতি, যে প্রীতিলতা হয়ে
ইংরেজ দমনে করেছে অস্ত্রের ব্যবহার
আমি শ্রী মভো হয়ে করেছি শ্রীলঙ্কাকে শাসন,
আমি ওলস্টোনক্রাফট হয়ে লিখেছি গ্রন্থ, দিয়েছি ভাষণ।
আমি এ যুগের নারী! আমি স্বাধীনতার অধিকারী!
আমি পুষ্পতুল্য হৃদয়ের হলেও হব না লাঞ্ছনার শিকারী।

রচনা-২০১৯

পরিবার

বাবাসহ সন্তান যেন,
ঝিনুক পোকার উপর খোলস,
বাবাহীন সন্তান যেন,
গহীন জলে ভাসমান কলস।
মাসহ সন্তান যেন,
অদৃশ্য এক নিরাপত্তার আশ্বাস,
মাহীন সন্তান যেন,
নির্মম নিষ্ঠুরতার মাঝে বাস।
তাইতো পরিবার যেন,
সজীব গাছের গোড়া।
প্রতিটি মানুষই অসম্পূর্ণ
নিজ পরিবার ছাড়া।

রচনা-২০১৮

স্তব্ধ কণ্ঠ

আমি নিজের জীবনে কান্না, নিজের জীবনেরই হাসি,
আমি নিজেকে নিজের মতো করে ভালোবাসি।
আমি এ যুগের নারী, তাই তো স্বাধীনতার অধিকারী,
স্বাধীনতার আদলে এখনো পরাধীন আমি, অন্যায়ের শিকারী।
অন্যায়ের প্রতিবাদে আমারও মনটা কাঁদে,
প্রতিনিয়ত কতো ভালোরাও আটকা পড়ে খারাপদের বোনা ফাঁদে।
আমি বুঝেও বোকা সাজি,
যেমন নদে হারিয়ে যায় তরী বইতে জানা মাঝি।
আমার মতো আরও হাজারো কিশোর-কিশোরী
স্তব্ধ কণ্ঠে অন্যায়ের ধিক্কার জানায় মনে,
হয়তো এই স্তব্ধ কণ্ঠই তীব্র স্বরে
আন্দোলিত হবে সময়ের প্রবর্তনে।

রচনা-২০১৮

আজকে কালকে

আজকের উৎসব, কালকের আনন্দের কারণ,
আজকের কান্না, কালকে খারাপের পথে বারণ।
আজকের ধোঁকা, কালকে বাড়ায় বিচক্ষণতা,
আজকের চালাকি, কালকে বাড়ায় সচেতনতা।
আজকের চোরামি, কালকে কাঁদায় বেশ,
আজকের বোকামি, কালকে জীবনের শেষ।
আজকের আমি, হয়তো কালকে প্রতিষ্ঠিত,
আজকের আমি, হয়তো বা কালকে মৃত।
আজকের সময়, কালকেও প্রবাহমান,
আজকের কর্ম, কালকের ফল,
সারা জীবনের লজ্জা বা সম্মান।

রচনা-২০১৭

ছোট্ট সই

ছোট্ট সোনা, বুকের কোণা
আগলে রাখি তাই,
দুষ্টু সে বেশ, শোনে না আদেশ
তাতেও সমস্যা নাই।
মিষ্টি বেশি, স্পষ্টভাষী
ভালোবাসি তাকে খুব,
কত কথা তার, কত আবদার
তবুও থাকি চুপ।
পেয়ে যায় মাফি, ডাকে যখন 'আপি'
এতোটাই ভালোবাসা,
সে যে কেউ নই, আমার ছোট্ট সই
আমার বোন 'পিয়াসা'।

রচনা-২০১৭

প্রাণবন্ত কলি

পাখিদের মতো উড়ন্ত মন আর
পালকের মতো কোমল চিত্তে,
চঞ্চলতা তার চোখের পাতায় আর
হাসি ফোটে তার আনন্দময় নৃত্যে।
করলে তার মনের বাসনা পূরণ
খুশি হয় ঠিক নিষ্পাপ শিশু হয়ে,
দুষ্টুমি অনেক বেশি করলেও
জায়গা করে নেয় সকলের হৃদয়ে।
সে যে আমার হৃদয়ের পুষ্পকাননে
সবচেয়ে প্রাণবন্ত কলি,
তাই তো আমার পংক্তিমালায়
তারই কথা বলি।

রচনা-২০১৮

মাহে রমজান

শাবান মাসের পরেই আসে মাহে রমজান,
এই মাসেতেই নাজিল হয় পবিত্র কুরআন।
রহমত, বরকত, নাজাত নিয়ে পুরো একটি মাস,
ইবাদতে মশগুল থাকুক প্রতিটি নিঃশ্বাস!
এক মাসব্যপী সিয়াম সাধন করে মুসলিমকে আলোকিত,
এই মাসেরই কদর রাত্রি সর্বমহিমান্বিত।
সিয়াম শেখায় ইবলিসকে বারণ করা, ইবাদত আর ধৈর্য্য ধরা
আরও শেখায় স্বচ্ছলদের- কতটা কষ্ট উপোস করা।
পুরো মাস জুড়ে বিরাজ করে পবিত্রতা আর মাগফিরাত,
আর আল্লাহতায়ালা বর্ষণ করেন রহমত ও হিদায়াত।
বরকতময় সাহরী ও ইফতার, অধিকাংশ মুসলিমই রোজাদার,
পশুত্বের সাথে দমন ঘটে অন্যায়, পানাহার ও পাপাচার।
রমজান শেষে আনন্দবার্তা নিয়ে বাজে শাওয়ালের গীত,
আসে 'ঈদ-উল-ফিতর' মুসলিমবাসীর ঈদ!

রচনা-২০১৯

বন্ধু

বন্ধু হলো সেই জন, যে আমাকে ভালোবাসে, যাকে আমি ভালোবাসি,
যার কাছে আমার মুখটাই সবচেয়ে প্রিয় হাসি।
বন্ধু হলো সেই জন, যে আমাকে শাসায়, আবার আমাকেই হাসায়,
না চাইতেই তার প্রতি মন ডুবে থাকে অম্লান ভালোবাসায়।
বন্ধু হলো সেই জন, যে আমাকে দেয় সাহস, জোগায় একফালি আশা
যে আমার সফলতার মাঝে খুঁজে পায় যুগ-যুগান্তরের ভালোবাসা,
বন্ধু? সে যে আর কেউ নয়! আমার পরিবার-পরিজন,
তারা আমার পৃথিবী আর আমি তাদের জীবন।

রচনা-২০১৯

বাস্তবতা

সব কথা কি মানুষ সবাইকে বলে?
কিছু কথা রয়ে যায় বেদনার আড়ালে।
সব কষ্ট কি থাকা যায় ভুলে?
কিছু কষ্ট লুকিয়ে থাকে নয়নের শুষ্ক জলে।
বাস্তবতার গোঁজামিলে স্বপ্নগুলো যায় হারিয়ে,
জীবন শেষেও ইচ্ছেগুলো রয় থমকে দাঁড়িয়ে।
সব হাসিই কি হয় আনন্দের উল্লাসে?
কিছু হাসিতে কান্নাও অদৃশ্য হয়ে ভাসে।
ব্যক্ত করা সব অনুভূতিই কি ভীষণ স্বচ্ছ?
কিছু অনুভূতির পেছনে থাকে আবছায়া গল্পগুচ্ছ।
সমাজের শত অবাস্তবের মাঝে ঢেকে যায় অপ্রিয় বাস্তবতা,
সফলতার অন্তরালে লুকিয়ে রয় হাজারো ব্যর্থতা।

রচনা-২০১৯

রৌদ্র

রৌদ্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে জীবনটা তেজপাতা,
গরমের তাপে ঠাণ্ডার যেন নেই কোনো স্বাধীনতা।
গরমের ভাপে তীব্র তাপে সাগরের পানিও সিদ্ধ,
বালিগুলো পুড়ে ছাইয়ের মতো হয়েছে অগ্নিবিদ্ধ।
বৃক্ষের কাছে স্বস্তি চাইলে বৃক্ষ বলে–
'ভায়া, রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হয়ে আমি নিজেই অগ্নিপোড়া,
দয়া করে একটু জল দেবে গো,
পানির অভাবে শুকিয়ে গেছে যে মোর গোড়া।'
গগনের কাছে চাইলে বারি,
গগন বলে,'মেঘকে বল হতে আরও ভারী '।
মেঘবাবু বলে, 'রৌদ্রকে বলো আরও প্রখর হয়ে পড়তে,
তবেই আমি ঘনীভূত হয়ে পারবো টাপুর টুপুর ঝড়তে।'
সবশেষে আমায় রৌদ্র বলে–
'আজ আমি আছি বলেই বৃষ্টির তুমি দিচ্ছো সঠিক মূল্য,
বৃষ্টি যদি হয় কষ্টের ফল তবে আমি কষ্টের সমতুল্য।'

রচনা-২০১৯

তড়িঘড়ি

সূর্যটা যেন আজ ভীষণ ক্ষেপে,
তাই বুঝি রোদ্দুর এসেছে ঝেপে।
টেম্পোতে মানুষের চাপাচাপি রিকশার ঘাটতি,
ফুটপাথে মানুষের হাঁটাহাটি, ভাড়াটাও বাড়তি।
কেউ ঘুমোয় বাসে বসে, কেউ বাসে দাঁড়িয়ে,
পকেটমারের কবলেতে কারো মানিব্যাগ গেছে হারিয়ে।
মেইন রোডে যানবাহনের ওভার টেকিং পুলিশের চেকিং,
কেউ আবার গাড়ি থামিয়ে করে অবৈধ পার্কিং।
গলিতে প্রাইভেট কার পাকিয়েছে জ্যাম,
অযথা অনিয়মে যেন সময়ের নেই দাম।
এভাবেই আধাঘন্টার সিগন্যাল একঘন্টায়ও ছাড়ে না।
যতশত তড়িঘড়িতেও সময়ের সাথে কেউ পারে না।

রচনা-২০১৯

কবি

জীবন নামক বৈচিত্র্যময় গাছে
আছে বাহারি ফুলের ডালি,
সাধনাভরা সেই পুষ্পই
প্রস্ফুটিত রঙিন কলি।
জীবনের প্রতিটি ঘটনাই হরেক রকম
শিক্ষা দিয়ে ঘেরা,
স্বশিক্ষায় যে জন সুশিক্ষিত
মানুষ হিসেবে সে জন সেরা।
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন
নানান রঙের ছবি,
ছন্দঘেরা ছোট্ট জীবনে
সব মানুষই কবি।

রচনা-২০১৯

এডিস মশা

ছোট্ট একটি মশার কামড়
অনেকের দুনিয়া উজাড় করে,
কামড়ে তাহার কেউ হাসপাতালে
কেউ বা যাচ্ছে মরে।
একটি মশার কামড় খেয়ে
অনেকেই আজ রোগী,
এত্তো বড় মানুষ হয়েও
পিচ্ছি মশার ভোগান্তিতে ভুগী।
'এডিস' নামের এই স্ত্রী মশাটি
'এসিড' এর চেয়েও বিষধারী,
এর কামড় থেকে রেহাই পায় না
শিশু-বৃদ্ধ আর পুরুষ-নারী।
সাদা-কালো ডোরার এই মশার কামড়ে
রক্তের প্লাটিলেট যায় কমে,
তবে নানান রকম লক্ষণ মিলে
পরিচিত এ রোগ ডেঙ্গুজ্বর নামে।
অস্বচ্ছ নয়! জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে
এডিস করে বংশবিস্তার,
তাই তো ধনী-দরিদ্র আর স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল
অধিকাংশ জনেই এর শিকার।
ডেঙ্গু আজ শুধু জ্বরই নয়
অনেক দেশের জাতীয় মহামারী,
আমাদের সাবধানতায় সম্ভব
ডেঙ্গুর প্রতিকার তাড়াতাড়ি।

রচনা-২০১৯

সভ্যতার ব্যর্থতা

কত ঘটনা অসভ্যের মতো ঘটছে প্রতিনিয়ত
তবুও এসব ঘটনা যাচ্ছি মোরা ভুলে,
কুসংস্কারের প্রভাবে আজও অনবরত
চাক্ষুষ ঘটনাগুলোও পড়ে যাচ্ছে পদতলে।
সভ্য নামের অসভ্যদের হিংস্র স্বভাবে
একটি ঘটনা ঘটছে আজ,
কুসংস্কারহীনতার মাঝেও সংস্কারের অভাবে
সমাজে মেয়েদের দেয়া হচ্ছে লাজ।
আজও শিকার হচ্ছে মেয়েরা
ইভটিজিং, ধর্ষণ আর লাঞ্ছনার,
তবুও ওঠাই না কণ্ঠ মোরা
এত অন্যায়, অসমতা আর বঞ্চনার।
এটি কি সেই সভ্যতার রীতি?
যাতে ভরে আছে কুসংস্কার আর হিংস্রতা!
নাকি সভ্য নামের অসভ্য জাতি?
মানব সভ্যতারই ব্যর্থতা!

রচনা-২০১৭

সেইঘর

স্বপ্নের ছবি এঁকে রেখেছি ঘরের কোণে কোণে,
স্বার্থের কথা আসলেই এই ঘরটিকে পড়ে মনে।
অসৎ কতো পথেতে আমি করেছি উপার্জন,
সবকিছু দিয়ে গড়েছি এঘর থাকতে আজীবন।
কতজনকে ফিরিয়ে দিয়েছি এই ঘরেরই পানে,
ভরেছি শতক আসবাব আর চাকচিক্যের আলোড়নে।
বারংবার করেছি অর্থ উপার্জনের অপচেষ্টা,
সবার চেয়ে যেন ভিন্ন হয় আমার ঘরের শেষটা।
এই ঘরেতেই বাকীটা জীবন থাকব আমি সুখে,
আমার ঘরের কথা লোকে বলবে মুখে মুখে।
কোনো কিছুর কমতি রাখিনি বাবুই পাখির মত,
এর তরে কত অন্যায়ের কাছে করেছি মাথা নত।
সেদিন ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, তৈরি আমার ঘর,
কেইবা জানত দুনিয়া ছাড়ব একটি মিনিট পর!
স্বপ্ন পূরণের সন্ধিক্ষণে এসেও আমার স্বপ্নপূরণ হলো না,
'সেই ঘর' নয়, মাটির নিচের 'কবর' আমার আসল ঠিকানা।

রচনা-২০১৯

নয়টা

লাল, কমলা, বাসন্তি,
সাদা, গোলাপি আর বেগুনি,
রং তাদের ছয়টা, এদেরই নাম নয়টা,
হরেক রকম বাহারেতে ফোটে এই ফুলটা।
সবুজের সমারোহে এরা যেন রঙিন তারা,
পবনেতে মেতে যেন করে নড়াচড়া,
চারপাশে থাকে এদের ছোট বড় ঘাস,
বাহারি রঙের হয়ে যেন করে বসবাস।
সময়ের সাথে যেন পাকা হয়েছে কথা,
সকাল ঠিক 'নয়টা' বাজেই ফোটে যথাতথা।
সময়মতো ছড়িয়ে দেয় রঙিন সৌন্দর্যটা,
উপেক্ষিত এই পুষ্পের নামই 'নয়টা'।

রচনা-২০১৯

বৃদ্ধা

ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়
ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে রহস্য লুকায়।
পথে পথে ঘোরে, কখনো বা দ্বারে দ্বারে,
রোগা রোগা দেহ যেন বহুদিন অনাহারে।
সেদিন ঝরঝরে বৃষ্টিতে, লুকোচুরি দৃষ্টিতে,
দেখি বারে বারে তারই পানে,
হায় হায়! সে আশ্রয়হীন অসহায়ত্ব বাড়ছে দিন দিন।
ছেলেমেয়ে কেউ কি তার কথা জানে?
যেই হালকা মেঘহীন, করুণ-করুণ চাহনীতে সে উদাসীন।
দাদি! আপনার ছেলেমেয়ে কেউই কি নাই?
আছে আছে! এক ছেলে ডাক্তার, অন্যটা ব্যারিস্টার,
মেয়েটা ব্যস্ত সংসার-সংসার
তয়! নয় ছয় করে আমারে দেহার কাউরে না পাই।
এরকমই কত ঘটনা কত বৃদ্ধার সাথে ঘটে,
কেউ বা সন্তানের চাপে চাপে, কারো ললাটে বৃদ্ধাশ্রম জোটে।
সন্তানরা কি জানে না! তারাও একদিন এমনই বৃদ্ধা হবে!
সন্তানের ধামাচাপায় তারাও কি এভাবেই রবে?

রচনা-২০১৮

আমি তোমায় খুঁজি মাগো!

আমি তোমায় খুঁজি মাগো!
গাছ-গাছালির ডালে ডালে,
ঝোঁপ-ঝাড় আর পাতার অন্তরালে,
যখন খোকনকে ওর মা বলে 'জাগো'
আমি তোমায় খুঁজি মাগো!
আকাশের ওই মেঘের ভেলায়
আমি তোমায় ডাকি প্রতি বেলায়
তুমি কি আমায় শুনছো নাগো?
আমি তোমায় খুঁজি মাগো?
লোকে বলে, তুমি নাকি তারার দেশে আছ?
আমায়হীনা তুমি কীভাবে বাঁচ?
এত্ত বকছি! একটুখানি রাগো।
আমি তোমায় খুঁজি মাগো!

রচনা-২০১৯

নির্জন দুপুর

নির্জন দুপুরেতে স্তব্ধ পাড়া,
পথিমধ্যে কে যেন বলল 'দাঁড়া'!
অচেনা কণ্ঠস্বরে বেশ শিউরে উঠি,
কাঁপাকাঁপা দেহ তবু শক্ত মুঠি।
দানবসম দেহ যেন ছায়াহীন দাঁড়িয়ে,
ক্ষীণ শব্দেতে আসছে পা বাড়িয়ে।
অস্বস্তিকর রোদ্দুরে শীতল বায়ু,
কর চেপে গুণছি নিজের আয়ু।
সময়ও যেন থমকে গেছে আমারই মতন,
পলক ঝাপটে শুনি, কে যেন ডাকছে 'ছোটন'
বোধ করি, নিছকই তা স্বপ্ন ছিল,
ভয়ানক সেই জন কোথায় গেল।
এ যেন নিত্য অনুভূতি নির্জন দুপুরের!
কখনো শুনি কণ্ঠধ্বনি কখনো বা নূপুরের!

রচনা-২০১৯

আজ বসন্ত

আজ আমগাছগুলো মুকুলে মুহরিত,
শিমুলের ডালগুলো লালে আচ্ছাদিত।
পাখিরা ডাকছে নতুন দিনে সুরে,
নিজীবতা আর রুক্ষতা গমন করেছে বহুদূরে।
আজ প্রকৃতি চঞ্চলতার মাঝেও ভালোবাসার রঙে শান্ত,
তিতলিরা পুষ্পে-পুষ্পে আর পক্ষীকুল গগনে উড়ন্ত!
আজ ঋতুরাজের আগমনে হলো তিক্ততার অন্ত,
আজ বসন্ত! আজ বসন্ত!

রচনা-২০১৯

অহংকারী

অহংকার পতনের মূল, অহংকারী হয়ো না!
অহংকারে নিজের মনুষত্ববোধ চিন্তাশক্তি ক্ষয়ো না!
অহংকার ধ্বংসের মূল, অহংকারী হয়ো না!
অহংকারে সরল-সোজা জীবনটাকে নির্মমভাবে ক্ষয়ো না!
অহংকার হিংসার মূল, অহংকারী হয়ো না!
হিংসায় হৃদয়কে কঠোরভাবে জ্বালিয়ে জীবনানন্দ ক্ষয়ো না!
অহংকার অতি গর্বের মূল, অহংকারী হয়ো না!
অহংকারে নিজের জীবনটাকে সময়ের মতো ক্ষয়ো না!

রচনা-২০১৭

তুমিময়

তুমি সুদূরপ্রসারী রাস্তা,
আমি তোমার উপর চলি।
তুমি বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া,
আমি তোমার দোলায় দুলি।
তুমি শরৎ গগনে মেঘের ভেলা,
আমি আড়ালে লুকানো রবি।
তুমি আমার লেখার ছন্দ,
আমি ছন্দপ্রিয় কবি।
তুমি ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্নগুচ্ছ,
আমি খুঁজি তোমার বাস্তবতা।
তুমি কল্পনাতেই হানা দাও,
আমি বাস্তবে তোমায় দেই পূর্ণতা।
তুমি পিতা মাতার স্নেহানুভূতি,
আমি ভয়ের মাঝেও পাই অভয়।
তুমি লক্ষ্যঘেরা স্বপ্নসিঁড়ি,
আমি মানেই পুরোটা তুমিময়।

রচনা-২০১৯

ফুল, পাতা, আকাশ, মাটি

গোলাপ ফুলেরা আমায় কী যেন বলছে কানে কানে,
তারা উড়ে যেতে চায় পক্ষিবেশে, নীল আকাশের পানে।
গাছের ডালে সবুজ পাতা আমায় ডেকে কয়,
আকাশেতে মেঘের ভেলায় কত স্বাধীন হয়ে রয়।
হঠাৎ! মাটিকণা আমায় বারংবার ডাকে,
বলে, 'দেখ, পানি কত স্বাধীন! প্রবাহিত হয় নদী-সাগরের বাঁকে'।
আকাশ আমায় চুপি চুপি আক্ষেপ করে বলে,
পাতালের ওই প্রকৃতি কত সজীব! কত ঝলমলে!
গাছ উপলব্ধি করেনি তার কারণে মানবকুল ও প্রকৃতি থাকে বেঁচে,
আর ফুলের রঙে রঙিন হয়ে প্রকৃতি রানি ওঠে নেঁচে।
আকাশ বোঝেনি তার বিশালতা, মাটি বোঝেনি তার প্রয়োজনীয়তা,
সবাই শুধু হতে চায় ত্রুটিহীন, পেতে চায় শতভাগ পূর্ণতা।

রচনা-২০১৭

প্রার্থনা

যখন আকাশের রং স্বচ্ছ নীল হয়,
তখন আকাশ যেন নীল সাগরকেও করেছে জয়,
যখন আকাশে ছেয়ে যায় মেঘের ভেলা,
তখন ভাবি, কখন আসবে রোদেলা বেলা।
যখনই আকাশে উড়াল দিল ধবল রঙের কাশ,
তখনই যেন সরষে ক্ষেতে অতিথি এসেছে, করতে সেথায় বাস।
যখনই আকাশের রঙ গেছে সোনালি হয়ে,
তখনই যেন আনন্দেরা হানা দিল ছোট্ট হৃদয়ে।
যখনই আকাশ হলো ঘুটঘুটে কালো মেঘাচ্ছন্ন,
তখনই যেন প্রকৃতিটা হয়ে গেল ভীষণ বিষণ্ন।
যখন আঁধার ঘনিয়ে উদিত হলো আলোকিত সূর্য,
তখন প্রার্থনা করলাম, সূর্যের মতন মানুষেরও যেন হয় এমনই ধৈর্য!

রচনা-২০১৮

এক যুগের লম্বা দড়ি

২০১০ সালের শেষে আনন্দমুখর বেশে,
ভিকারুননিসার লটারীতে উঠলো আমার নাম,
উল্লাস হলো সীমাহীন, উৎসব ধুমধাম।
ভি এন এস'রি স্কুল গেটে প্রবেশ যেই করি,
কিছুক্ষণ ভয় হয়, কিছুক্ষণ গর্বে হৃদয় ভরি।
প্রথম শ্রেণিতে হলাম ভর্তি, ফলাফল ছিল ভালো,
আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিও কেটে গেলো।
তৃতীয় শ্রেণিতে বান্ধবীদের আড্ডাটা ছিল জাঁকজমক,
চতুর্থতে হলো শাখা বিভাজন, শুনেই খেলাম শক।
পঞ্চম শ্রেণি ছিল কষ্টে অর্জিত শান্তি,
জিপিএ ফাইভ পাওয়ায় যেন কেটে গেল সব ক্লান্তি।
শান্তি, মান্তি, সাফল্যকে কাটল ৬ষ্ঠ, ৭ম-এর বছর,
তারপরই শুরু হলো ৮ম-এর কাল বৈশাখী ঝড়।
গোল্ডেন আর সায়েন্স নিয়ে করলাম ৮ম শ্রেণি পার।
৯ম ও ১০ম যেন খুলে দিল আরও কঠিন পড়ার দ্বার।
সাফল্যের সাথে এসএসসি করে শেষ
শুরু হলো আমার মতো শত 'ভিকি'র কলেজ জীবন,
মজ-মাস্তি, পড়ালেখার অন্তর্জালে
ভিএনএসসিকে ছাড়ার ভয়ে কাঁদতো আমার মন।
লাগতো ভীষণ ভয়!
এভাবেই কি সব 'ভিকি'কে ভিএনএসসি' ছাড়তে হয়?
হঠাৎ করেই স্বপ্নটা গেল ভেঙে, উঠলাম ঘুম থেকে জেগে
বুঝলাম অষ্টমেতে মাত্র পড়ি,
ধাপে ধাপেই হয়ে যাচ্ছি পার,
এক যুগের লম্বা দড়ি।

রচনা-২০১৮

স্বাধীন বাঙালির পণ!

খোল খোল দ্বার! আমি যে খুকি তোমার!
ফিরিয়ে দিয়ো না মাগো,
আমি যে একলা বড়! ওমা হাতটি ধর!
এথায় রেখে চলে যেও নাগো।
রাখো হস্ত দুখান ধরে, মা আমার যেওনা গো মরে!
তোমায় হীনা ভুবনে কেমনে রই?
তারা যে কেড়ে নিয়েছে বাবাকে, রহিম, করিম, কুদ্দুস চাচাকে,
তারা যে কেড়ে নিয়েছে মোর সই!
তারা যে মানুষ নামক জন্তু! মোরে বলেছিল সেদিন অন্তু!
তারা যে, ক্ষুধার্থ জানোয়ার!
তারা জাল পেতেছে! নির্মম খেল রটেছে!
বাঙালি জণগণকে মারবার।
সে এক নির্মম খেলা, যেন কালবৈশাখীর দোলা।
তারা পাকিস্তানি দস্যুর দল।
মাগো! আঁখি দুখান খোলো, একটু কথা বলো,
আমি থামাতে পারছি না আঁখি জল।
ওমা, যেও নাগো ছেড়ে! তারা যে ফেলবে আমায়ও মেরে,
আমরা মরলে লড়াই করবে কে মা বল?
আমি যুদ্ধ শিখেছি, স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনেছি,
হানাদারদের ভুগতেই হবে কষ্টদানের ফল।
সেই মার্চ থেকে ডিসেম্বর, লড়াই করেছি বরাবর,
হানাদারদের সামনে দাঁড়িয়েছি রুখে!
তারা পারেনি মোদের হারাতে! বাঙালিকে তার বাংলা ছাড়াতে!
পরাজয়ের কালি মেখেছি তাদের মুখে!
১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে, বাঙালির জয়গানে,
পাকিস্তানিরা করেছে আত্মসমর্পণ,
আজ কেটেছে কালরাত, যার তরে হয়েছে রক্তপাত,
আজ জন্মেছে স্বাধীন বাঙালি জনগণ।
ছটি মাস হলো পার! মাগো তুমি এখনো খোলোনি দ্বার,
তুমি কি মৃত্তিকাতলেই থাকবে চিরকাল?
আমার মত সকল স্বাধীন বাঙালির পণ,
বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করবে আমাদের বিজয়ের মশাল!

রচনা-২০১৯

একুশে ফেব্রুয়ারী

বসন্তের পবন বয়,
দ্বিধাচ্ছন্ন মোর হৃদয়।
সজীবতায় প্রকৃতি ঘেরা,
লাগছে ভীষণ দিশেহারা।
শিমুল গাছে ফুটেছে লাল
সুরহীন মাঝি তুলেছে পাল।
কোকিলের সুরও বর্ণহীন,
আমার ভাইয়েরা নয় স্বাধীন।
তাইতো বর্ণ নিয়ে ব্যস্ত সবে,
আপন পায়ে আমি দাড়াব কবে?
জানালার আড়ালে প্রতিবাদ শুনি,
কানে বাজে গোলাবারুদের ধ্বনি।
আমার ভাইয়েরা রক্তে লাল,
চক্ষুও বক্ষে জ্বলছে মশাল।
হুইল চেয়ারে বসে দেখছি একা,
রাজ পথজুড়ে রক্তে লেখা,
"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"
দাড়াবার প্রচেষ্টায় পড়ে যাই।
সেই দিনের ঐ ছবি,
আমি সামর্থহীন উদাস কবি।
প্রশ্ন করি, হে একুশে ফেব্রুয়ারী!
তুমি কি সাহসী? নাকি অসহায়।
বাংলার বদলে আমার ভাইদের
প্রাণ নিয়েছ কাড়ী।

রচনা-২০২০

ছোট্ট কবি

বল, তুই কেন তখনই আসিস যখন আমি যাই পড়তে?
কেন আমায় বাধ্য করিস তোর জন্য কিছুটা সময় ছাড়তে?
তাই তো দুই দিন রেগে ছিলাম তোর সনে,
তখন বুঝলাম তুই তো থাকিস আমার মনে।
আরে, তুই তো আমার সবচেয়ে প্রিয় সখী,
রাগ করিসনে, যতই তোকে বকি।
তুই তো কবিতা, আমার কথার ছন্দে আঁকা ছবি,
আজ তোর জন্যই অনেকে আমায় ডাকে 'ছোট্ট কবি'!

রচনা-২০১৮

প্রবাস জীবন

আমি পরিবার পরিজন থেকে অনেক দূরে,
অর্থের খোঁজে বসতরত চির অসুরে।
আমি চাঞ্চিল্য ছেড়ে আজ নিস্প্রভ,
বর্ষাকালের ঘোলাটে মেঘে ঢাকা নভঃ
আমি নিম্নমানের শ্রমিকের মতন খাটো হয়ে খাঁটি
আপনজনকে আনন্দ দেই আর বিনিময়ে মৃৎকাটি।
আমি খেটে খেটে তিক্ত ছদ্মবেশী প্রাণ,
অচেনাদের মাঝে চেনাদের করিতেছি সন্ধান।
প্রতিদিন যখন অশ্রাব্য গালি আমার ললাটে জোটে,
তখন আমার বাঙালি হৃদয় বাংলার কাছেই ছোটে।
'ফরেইনার' নামের মানুষগুলো কি আমাদের রোবট মনে করে?
কিঞ্চিত মজুরীতে নিখুঁত কাজ কি কৃষ্ণাঙ্গ, শেতাঙ্গরা পারে?
কিছু ডলারের বিনিময়ে আমি বিক্রি করেছি হাসি,
আর সবাই জানে, রাশি রাশি আনন্দে মাগনা কামাচ্ছি আমি এমনই প্রবাসী।
শিক্ষা না নিয়ে প্রবাসে এসে ইহাই যে মোর শিখন,
হয়তো এভাবেই প্রবাহিত হয় বাকরুদ্ধ প্রবাস জীবন।

রচনা-২০১৯

সাহিত্যের সন্ধান

শুভ্রা পুতুল খেলিবার ছলে
দাদুরে ডাকিয়া কয়–
'দাদু, সাহিত্য কাহাকে বলে?
সাহিত্য কত প্রকারের হয়?'
দাদু হুট করিয়া বলিল, 'বলিতেছি দাদু ভাই!'
ফট করিয়া বসিল টাইম মেশিনেতে,
বলিল, 'চলো, অতীতে ফিরিয়া চাই,
কবে সাহিত্য আসিয়াছিল পৃথিবীতে?'
তাহারা বিংশ শতাব্দিতে যাইয়া,
সাক্ষাৎ করিল রবীন্দ্রনাথের সহিত।
তাঁহার ব্যাখ্যাখানা শুনিয়া,
দাদু বলিলেন, 'সাহিত্য আরও পূর্বে আগত।'
তথাপি, শুভ্রা ছাড়িল না পিছু,
বলিল 'দাদু কোন গ্রন্থ দ্বারা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে?'
তিনি বলিলেন, 'দাদুভাই সাহিত্য বৃহৎ কিছু!
সেই চর্যাপদ হতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যও বটে!'
করিতে করিতে সাহিত্যের সন্ধান।
তাহারা দাদা-নাতনি নানান যুগে করিয়াছিলো প্রবেশ,
সবশেষে ইহাই হইল প্রতীয়মান,
সাহিত্য জগতের নাহি শেষ! নাহি শেষ!

রচনা-২০১৯

ভেজাল মিশ্রিত জাতি

আমরা বাঙালি ভীষণ রঙিন,
ভেজাল মিশ্রিত জাতি!
ক্যাসিনো আর হরেক দুর্নীতিতে
কোটিপতি রাতারাতি!
লাল মরিচে ইটের গুঁড়ো
হলুদ গুড়ায় 'সিসা' আর 'পিউরি'
চাল সাদাকরণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড
এটাও আমাদেরই থিউরি।
ফল-সবজি পাকাতে কার্বাইড
আর মুড়ি ফোলাতে হাইড্রোজ,
রং মিশিয়ে পঁচা মাছ-মাংসও তরতাজা
সাদা হতেও ভারী ক্রীম লাগাই রোজ!
আমরা সহজ সরল শংকর জাতি
পড়ে গেছি আধুনিক লোভের কবলেতে,
এভাবেই যদি ভেজাল রঙে রঙিন হই
তবে একদিন নিজেরাই পতিত হব ভেজালেতে!

রচনা-২০১৯

বাংলা ভাষা ও বাঙালি

বাংলা ভাষা সরল-সোজা,
ভাষা শহিদদের রক্তে ভেজা,
বাঙালির ভাবের বহিঃপ্রকাশ!
বাংলা ভাষা গর্বের বড়,
৫০টি বর্ণ ব্যাঞ্জন ও স্বর,
বাঙালির বছর বছরের প্রয়াশ!
বাংলা ভাষা সর্বস্তরের,
ধনী-দরিদ্র সকল ঘরের,
বাঙালির হৃদয় জুড়ে আছে বাংলার বসবাস!
বাংলা ভাষা ঐতিহ্যে ঘেরা,
বাঙালির আবেগঘন ভালোবাসায় গড়া,
বাঙালি থাকতে বাংলার হবে না কখনো নাস!

রচনা-২০১৮

পরিত্যক্ত আলমারী

আমি সবকিছুকেই আমাতে করি ধারণ,
আমি কাউকেই করতে পারি না বারণ!
আমি হলাম অনেকের ঘরে প্রয়োজনীয় সাথী,
আমি নিজের আরশীতে হরেকের স্মৃতি গাঁথি!
কারো বাসায় আমার স্থান ঘরের অবহেলিত কোণ,
কারো বাসার আমি আবার ঘরেরই একজন!
এই বাড়ির ওই ছোট্ট ছেলেটি প্রায় খেলত আমার কাছে,
এখন সে যে ভীষণ ব্যস্ত! জানি না কোথায় কেমন আছে!
কুড়ি বছর আগে রহিম সাহেব,
এনেছিলেন আমায় ভীষণ শখ করে।
তিনি ওপারে গেছেন! আর তার ছেলে?
আমায় রেখে দিয়েছে আবর্জনার ঘরে।
সবাই ভাবে আমি পুরনো, অনুভূতিহীন কেবল মাত্রই জড়,
আমি যে বছর বছরের স্মৃতির সাক্ষী! আমার অভিজ্ঞতাটা বড়।
আজ রহিম সাহেবের ছেলে আমায় বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে
সেখানে নাকি পুরনো আসবাবের সারি,
এভাবেই সময়ের বিবর্তনে মানুষ পালটে যায় আর
অবাক চোখে দেখতে থাকে আমার মতো পরিত্যক্ত আলমারী!

রচনা-২০১৯

আজকের বাংলাদেশ

তোমার জন্যে হে বঙ্গমাতা,
ঘুমন্ত বাঙালি জেগে ওঠেনি আর!
তোমাকে পেতে হে বঙ্গভূমি,
ছেলেহারা মায়ের রাত জেগে চিৎকার!
তোমার আকাঙ্ক্ষায় হে বঙ্গজননী,
রাইফেল হাতে লড়েছে কিশোর-কিশোরী!
তোমার মমতায় হে বঙ্গ ধাত্রী,
লাঞ্ছিত হয়েছে বাংলার সম্মান, বাংলা নারী!
তোমাকে পাওয়ার প্রয়াশে হে পূর্ববাংলা,
ত্রিশ লক্ষ বাঙালি ঢেলে দিয়েছিলো তাজা প্রাণ!
তোমার বুকে স্বাধীনতা আনার চেষ্টায় হে আজকের বাংলাদেশ,
বাঙালি জাতির এতসব ত্যাগ! এতসব আত্মদান!

রচনা-২০১৯

মেঘরাজ্য

একদিন এক মেঘরাজকুমার কি জানি বলল মেঘরাজকুমারীকে
শুনে মেঘরাজকুমারীর মুখটা হলো ভীষণ ফিকে!
এসব দেখে মেঘরাণীর করার কী ছিলো আর?
তাই তো তিনি চেচাচ্ছিলেন মেঘরাজার সাথে বারবার!

শুনে মেঘরাজা ফুলতে থাকলেন রেগে!
পরক্ষণেই শুরু হলো বজ্রপাত ঝড়োবেগে।
মেঘরাজা আদেশ দিলেন মেঘজনতাকে হতে সম্মিলিত,
মেঘজনতা জটপট করে হলো একত্রিত।

মেঘরাজা ঘোষণা দিলেন মেঘরাজকুমারীকে দিবেন বিয়ে,
শুনে সমস্ত মেঘরাজ্য পৃথিবী ভাসিয়ে দিল টুপটাপ অশ্রু দিয়ে।

সবশেষে রাজকুমারীর বিদায় শোকে হলো এক পশলা বৃষ্টি
বিয়েতে প্রকৃতিও তাকে উপহার দিলো করে রংধনু সৃষ্টি!

রচনা-২০১৯

একশ টাকা

সায়মা বলল, মেহমান!
কেন যে লোকে বলে মেহেরবান?
বাবা-মা তাদের এতো খাওয়াল,
যাওয়ার পথে আমায় দিল টাকা একশখান!
একশ টাকা!
আজকাল এতে ফকিরেরও চলে না!
আমি যে বড়লোকের মেয়ে
কেন যে একথা কেউ ভাবে না?
সকিনা বলল, 'বাবা! ওবাবা!
তোমার পকেটটা তো শূন্য!
কেনই বা দিলে একশ টাকা?
ওই বড়লোক মেয়েটার জন্য।
দেখবে বাবা!
আমি বড় হবো, করবো অনেক রোজগার
তখন আর করব না সহ্য
তোমার প্রতি কারো খারাপ ব্যবহার।'
পনেরো বছর পর–
সকিনা বলল, 'সায়মা খালা!
নিচে কেন? চেয়ারে বসে খাও,
খাওয়া সারলে
রিমিমণিকে স্কুলে নিয়ে যাও।'
সায়মা বলল, 'সকিনা ম্যাডাম!
যদি একশটা টাকা পেতাম
বাসায় মেহমান এসেছে
তাদের জন্য খাবার নিয়ে যেতাম।'

রচনা-২০১৯

কোনো এক কালেই!

কোনো এক রোদেলা বেলায় তুমি আমার ছিলে,
কোনো এক সন্ধ্যাবেলায় তুমি চলে গেলে,
কোনো এক ভোরবেলায় তুমি আবার এলে,
কি? তুমি আমাকে আগের মতো পেলে?

কোনো এক বসন্তদিনে আমি তোমায় পেলাম,
কোনো কাল বৈশাখে আমি তোমায় হারালাম,
কোনো এক এক হেমন্ত দিনে আমি আবার তোমায় দেখলাম,
কি? আমি আগের মতো তোমার অপেক্ষায় বসেছিলাম?

আগের সেই বোকা আমি এখন আর নেই,
নিজেকে আমি গুছিয়ে নিতে পারি নিমিষেই,
এখন আমি চিনি আপনজনার স্বপ্ন আর নিজেকেই,
কি? বলেছিলাম না সেই বোকা আমিটা পরে আছে কোনো এক কালেই!

রচনা-২০১৯

মাফ করো

কতো সুন্দর অবয়বে তুমি সৃষ্টি করেছো মানবজাতি,
কতো বিস্ময়করভাবে তুমি ছোট্ট পাখি বাবুইকে বানিয়েছো তাঁতি।
কতো নিখুঁতভাবে মায়ের হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছো সন্তানের প্রতি টানে,
হে আল্লাহ! সমস্ত প্রকৃতি যেন নুইয়ে থাকে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে।

তুমি যার যা চাই সবই দিয়েছো প্রকৃতিতে,
তুমি বুদ্ধি-বিবেকও দিয়েছো মোদের সফলতা খুঁজে নিতে।
তুমি আমাদের সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছো,
তবুও কৃতঘ্নের স্বরূপ আমরা ভুল পথে চলে যাই,
হে আল্লাহ! আমাদের তুমি হিদায়াত করো, হিফাজত করো,
আমরা অনুতপ্ত কেবল তোমারই নিকট ক্ষমা চাই।

তুমি গাছে গাছে দিয়েছো ফুলফল, দিয়েছো বিশুদ্ধ জল,
তুমি বায়ুতে দিয়েছো অক্সিজেন, বিপদে-আপদে হৃদয়ে দিয়েছো মনোবল।
তুমি দেখিয়ে দিয়েছো সৎপথ, পাঠিয়েছো পথপ্রদর্শনকারী,
তুমি নাজিল করেছো কুরআন, আমরা তোমারই অনুসারী।
হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে শুকরিয়া করি,
আমরা তোমারই গুণের গজল গাই,
আমাদের সব ভুল ত্রুটি তুমি মাফ করো
আমরা কেবল তোমারই নিকট ক্ষমা চাই।

রচনা-২০১৯

প্রকৃত সুখ

কাছের জিনিসটা মূল্যহীন, দূরের জিনিসটা দামি,
একই জিনিসে কত পার্থক্য করে ফেলেছি আমি।
নিজের কাজে ভীষণ কাজি, পরের বেলায় পাজি,
তবে স্বার্থের বেলায় আমি আবার বড্ড পটু সাজি।
যত পাই তবু আরও চাই, অর্থের পেছনে দিনরাত ধাই,
আমি এত ধনে ধনপতি তবুও দিনশেষে শান্তি নাই।
সময় পেলেই মানবতার বাণী পড়ি আর সারাদিন করি অন্যায়,
ফকিরের কাছে আমি অতি হিসাবী, নিজের বেলায় করি অপব্যয়।
আমি এত সফল! এত গুণী! তবুও হতাশ হয়ে ঘুরি,
অর্থের প্রাচুর্য জমিয়েও আমি প্রকৃত সুখের সন্ধান করি।
যদি হৃদয়ে সাঁটা স্বচ্ছ আরশিতে স্ববিবেকের দিকে চাই,
সে বলবে, 'আমি মানুষ! মানবতাতেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পাই।'

রচনা-২০১৯

ভিকারুননিসা

ভিকারুননিসা! কেন তুমি এতো সুন্দর!
কেন তোমাতে এতো মায়া!
তোমার ভেতর থাকলে অনুভব করি
বটগাছের মতো ছায়া!
তুমি আমার প্রিয় পরিচয়,
আমার সংকোচ-সংশয় করেছ দূর,
তুমি আমার স্মৃতিঘেরা আশ্রয়,
আমাকে আত্মবিশ্বাসে করেছ ভরপুর।
তুমি বেইলিরোডকে করে রেখেছ আলোকিত,
আমাদের শেখাও হতে সাহসী,
তুমি শুধু বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজই নও।
ভিকিদের মুখের হাসি,
ভিকারুননিসা!
তোমায় অনেক ভালোবাসি।

রচনা-২০১৮

অপেক্ষার প্রহর

আমি অপেক্ষার প্রহর গুণি,
কখন স্বপ্নেরা দেবে হাতছানি?
কখন হৃদয় চেরাগে জ্বলবে বাতি?
প্রভাত এসে দূর করবে রাতি।

আমি অপেক্ষার প্রহর গুণি,
কখন কানে বাজবে মহাবিজয়ের ধ্বনি?
কোন প্রহরে মুরছে যাওয়া কলিগুলো হবে প্রস্ফুটিত?
ছাদফাঁটা ঐ ছোট্ট নীড়েও থাকবে না কোনো গ্লানি।

নিভু নিভু প্রদ্বীপটিও আলোকিত করবে কুঁড়েঘর ।
স্বপ্নজয়ের আশা হানা দেবে শত নিরাশার পর।
কখন পাতারা সজীব হবে, করবে না আর মরমর?
আমি স্বপ্নভরা হৃদয়ে গুণতে থাকি 'অপেক্ষার প্রহর'।
রচনা-২০২০

আমার ছন্দ

আমার ছন্দ তোমায় ঘিরে,
সাগর-সমুদ্দুরে, মুহুরি নদীর তীরে।
ছানায় ভরা মা পাখিটির নীড়ে,
সমালোচনায় মশগুল লোকালয়ের ভীড়ে।

আমি জানালার আড়ালে থাকি,
সাথে কলম আর ডায়েরিটাকে রাখি।
সজীবতার দৃশ্যগুলো ছন্দে ছন্দে আঁকি,
পংক্তি দিয়ে পদ্য জুড়ে করি লেখালেখি।

আমি সাহিত্যিক না,
তবে সাহিত্যকে ভীষণ ভালোবাসি,
নিজের ছন্দে কখনো হাসি,
কখনো বা হই উদাসী।

রচনা-২০২০

ছোট্ট পার্ক

জায়গাটি ছিল দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনায় ঘেরা,
মদজুয়া কেনাবেচাতেও ছিল এলাকা সেরা।
অবৈধ রিকশার গেরেজ আর অবৈধ সব কর্ম,
অথচ বিপরীতেই মসজিদ-মাদ্রাসায় চর্চা হত ধর্ম।
মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরিকল্পনা সাজালো,
প্রথমে তারা এলাকাবাসীর সহায়তায় রিকশার গেরেজখানি তাড়ালো।
আনল তারা হরেক রকমের গাছ,লাগালো পরিকল্পনা অনুসারে,
সাজাল রঙিন বাতি আর রঙ দিয়ে ঠিক ছোট্ট পার্কের মত করে।
আজ সেই আবর্জনার স্তুপে ভরা রিকশার গেরেজটিই
যেন অনেকের ভালো লাগার দৃশ্য,
এভাবেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অভাবে কত সৌন্দর্যও
লোকচক্ষুর আড়ালে হয়ে যায় নিঃস।
এটা শিক্ষার আদলে বানোয়াট কোনো গল্প না,
আমার দেখা একটি শিক্ষনীয় ঘটনা,
ছোট ছোট এসব গল্পের আদলেই পরবর্তীতে
গড়ে ওঠে আদর্শ পরিকল্পনা।

রচনা-২০১৯

Book

It is more than a companion,
It will broaden your opinion.
It is a well wisher of yours,
It is more than a friend.
You will always get it by your side,
Whenever you need something to stand.
It is a bundle of knowledge indeed,
It is a suggester, when you need.
Actually it is book which is compered with light,
It helps you to differentiate between wrong & right.

Written-2019

Our Mother

She is our mother,
We love her a lot.
To achieve her,
Against Pakistani, we fought.
Our mother is so cool,
Evergreen and beautiful.
Though she has a golden history,
She had to seen some dark nights.
Though her children have guileless soul,
They had to face so many struggles and fights.
Our mother's name is 'Bangladesh'
Now, she is independent.
We are up to 18 crores brothers and sisters
Still we are so respondent.

Written-2017

I'm Going!

I'm becoming sick the doctor has told
I've a virus lover, cough and cold
I'm going to leave-this world, this state,
I'll mis everyone-whom I love, whom I hate
I've seen so many festivals and so many fights,
I'll remember 365 days and 365 nights.
Now, its time to go far But don't become senti.
I'm 2019 and *'Hapy New Year 2020'*.

Written-2019

Real Hero

When I was a helpless child
You took care of mine,
By seeing my face still you can feel
Am I in a trouble or am I fine?
Whenever I need a guide,
You've enlighten me like a shining star.
Without asking you my question,
You've described me the answer.
Papa, I cann't live apart from you
Because you are the power of my soul.
Completing my demands is your happieness,
And fulfilling your dreem is my goal.
I think there is a real hero
In every doughter's life.
For me, he is none but you,
Who have always helped me to survive.

Written-2018

I’m Time

I’m the busiest one, I wait for none,
I’m running since the dawn of the civilization.
I’m a heartless and an endless one.
So, I don’t care about emotions,
But I like discipline and truthfulness.
So, I support punctual and truthful persons.

I’m the slowest for those who are pessimitic,
I’m the fastest for those who are optimistic.
I’m perfect for the utilizer of mine,
Many people suffer for me, many people can shine.
I’m time I’m similar to tide,
If you understand my importance, I can be your best guide.

Written-2018

Rinky & Pinky

Rinky and Pinky are two sisters
But they have two different characters.
Rinky is calm, quite and beautiful.
But Pinky is naughty and so cool.
Rinky is more brilliant than Pinky
But Pinky is faster than Rinky.
On every birthday Pinky demands something tough,
Rinky has to give the thing as Rinky has anger enough.
Last year, Pinky wanted a walking doll,
But Rinky brought a different football.
Pinky threw it on the road and
Rinky tried to catch it and she started running after it.
Suddenly, Pinky saw a car was coming there
And she shouted loudly to save her sister from hit.
Boom! The car kicked the ball and it broke,
'HAPPY BIRTHDAY PINKY'a dall inside the ball wished her
And it seemed like a joke.

Written-2019

I’m Trying

Trying to draw something new,
Trying to observe this view.
Trying to invent me again with a new rule,
Trying to realize that I am a big fool.
Trying to build me as a multitalented person,
Trying to conquer my dream and destination.
I’m a little existence but I wanna be more,
I’ve nothing but I wanna shine and explore.
History says, try try try but don’t cry
So, I’m trying and I’ll be trying till I say goodbye.

Written-2018

I can do it

I can do it, if I try,
But I cann't do it, if I cry.
I cann't be negative,
If I fail in any test
Because my whole life is a test
To do my best.
I can be a winner
If I dream and set a goal.
I can be a loser
If I don't have a dreamy soul.
There is no 'Future Tense' in my life
I've to do everything in my 'Present Tense'
If I regret and suffer or become happy
For my 'Present Tense', then I'm a nonsense.

Written-2019

Results

Once I was poor so much,
Once I had ego as I was a rich.
I did hard work for my tests to do my best,
I always had my back, so I was the laziest.
I dreamt a lot to fulfill my dreams
And be a real human being.
I thought that my life is beautiful,
No need to do anything.
I earned my degrees by educational qualifications,
I bought certificates by giving donations.

Now, I'm respected by all,
I've my own name and fame.
Now, I'm nothing but a loser,
People say me'Shame! Shame! '
Every action has its own reaction
That's the reality of nature.
That's why two different types of persons
Have two different futures.

Written-2017

Rainbow

There are seven colours in a rainbow,
What are the definitions behind them?-Let's know.
Violet symbolizes spirituality.
This teaches us to stand for justice.
Indigo indicates the ocean,
This teaches us to live in peace.
Blue symbolizes blue sky,
This teaches us to be generous.
Green indecates greeny nature,
This teaches us to be industrious.
Yellow symbolizes wisdom,
This teaches us to gather knowledge and be active.
Orange indecates creativity,
This teaches us to be creative and originative.
Red symbolizes love and anger,
This teaches us to behave according to the situation.
So, rainbow indecates a perfect person,
Who has honesty, dignity and a lot of perfection.

Written-2018